

সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩

(২০২৩ সনের ৩৯ নং আইন)

[১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৩]

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ রাশিত্বে সাইবার নিরাপত্তা নিষিদ্ধকরণ এবং ডিজিটাল বা ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে সংযোগ অপরাধ
শনাক্তকরণ, প্রতিরোধ, দমন ও উচ্চ অপরাধের বিচার এবং আনুষঙ্গিক বিষয়ে নৃতনভাবে বিধান প্রণয়নকল্পে পূর্ণীত আইন

যেহেতু ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৪৬ নং আইন) রাশিত্বে সাইবার নিরাপত্তা নিষিদ্ধকরণ এবং
ডিজিটাল বা ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে সংযোগ অপরাধ শনাক্তকরণ, প্রতিরোধ, দমন ও উচ্চ অপরাধের বিচার এবং আনুষঙ্গিক
বিষয়ে নৃতনভাবে বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম
ও প্রবর্তন

১। (১) এই আইন সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩ নামে অভিহিত হইবে।
(২) ইথ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

সংজ্ঞা

২। (১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে এই আইনে,
(ক) “আপিল স্ট্রাইবুনাল” অর্থ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩৯ নং
আইন) এর ধারা ৮২ এর অধীন গঠিত সাইবার আপিল স্ট্রাইবুনাল;
(খ) “উপাত্ত-জাহার” অর্থ টেক্সট, ইমেজ, অডিও বা ভিডিও আকারে উপস্থাপিত তথ্য, জ্ঞান, ঘটনা,
মেডিয়া ধারণা বা নির্দেশাবলি, যাহা-
(অ) কোনো কম্পিউটার বা কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্ক দ্বারা আনুষঙ্গিক
পদ্ধতিতে প্রস্তুত করা হইতেছে বা হইয়াছে; এবং
(আ) কোনো কম্পিউটার বা কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে
প্রস্তুত করা হইয়াছে;
(গ) “এজেন্সি” অর্থ ধারা ৫ এর অধীন গঠিত জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা এজেন্সি;

(ঘ) “কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম” বা “কম্পিউটার ইন্ডিনেট রেসপন্স টিম” অর্থ ধারা ৯ এর উপ-ধারা (২) এ বর্ণিত কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম বা কম্পিউটার ইন্ডিনেট রেসপন্স টিম;

(ঙ) “কম্পিউটার সিস্টেম” অর্থ এক বা একাধিক কম্পিউটার বা ডিজিটাল ডিভাইস এর মধ্যে আন্তঃসংযোগকৃত প্রয়োগ যাহা এককভাবে বা একে অপরের সহিত সংযুক্ত থাকিয়া তথ্য-উপাত্ত গ্রহণ, প্রেরণ বা সংরক্ষণ করিতে সক্ষম;

(চ) “কাউন্টিল” অর্থ ধারা ১২ এর অর্থে গঠিত জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা কাউন্টিল;

(ছ) “গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো (Critical Information Infrastructure)” অর্থ সরকার কর্তৃক ঘোষিত এইরূপ কোনো বাহ্যিক বা ভার্চুয়াল তথ্য পরিকাঠামো যাহা কোনো তথ্য-উপাত্ত বা কোনো ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক তথ্য নিয়ন্ত্রণ, প্রযোকরণ, সঞ্চারণ বা সংরক্ষণ করে এবং যাহা ঝুঁতিপ্রস্ত বা সংকটাপন হইলে-

(অ) জননিরাপত্তা বা অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বা জনস্বাস্থ; এবং

(আ) জাতীয় নিরাপত্তা বা রাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক বা সার্বজোমতু,

এর উপর ঝুঁতিকর প্রভাব পড়িতে পারে;

(জ) “জাতীয় কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম” অর্থ ধারা ৯ এর উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত জাতীয় কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম;

(ঘ) “স্ট্রাইবুনাল” অর্থ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩৯ নং আইন) এর ধারা ৬৮ এর অর্থে গঠিত সাইবার স্ট্রাইবুনাল;

(ঙ) “ডিজিটাল” অর্থ যুক্ত-সংখ্যা (০ ও ১/০/১/০) বা ডিজিটালিশেড কার্য পদ্ধতি, এবং এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, ইলেকট্রনিক, ডিজিটাল মাগনেটিক, অপটিকাল, বায়োমেট্রিক, ইলেকট্রোকেমিকাল, ইলেকট্রোমেকানিকাল, ওয়াগরলেম বা ইলেকট্রো-মাগনেটিক টেকনোলজি ইথার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ট) “ডিজিটাল ডিভাইস” অর্থ কোনো ইলেকট্রনিক, ডিজিটাল, মাগনেটিক, অপটিকাল বা তথ্য প্রযোকরণ যন্ত্র বা সিস্টেম, যাহা ইলেকট্রনিক, ডিজিটাল, মাগনেটিক বা অপটিকাল ইমপালস ব্যবহার করিয়া যৌক্তিক, গাণিতিক এবং স্মৃতি কার্যক্রম সম্পন্ন করে, এবং কোনো ডিজিটাল বা কম্পিউটার ডিভাইস সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সহিত সংযুক্ত, এবং সকল ইনপুট, আউটপুট, প্রযোকরণ, সঞ্চয়, ডিজিটাল ডিভাইস সফটওয়্যার বা যোগাযোগ সুবিধাদিও ইথার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঠ) “ডিজিটাল ফরেনসিক লগব” অর্থ ধারা ১০ এ বর্ণিত ডিজিটাল ফরেনসিক লগব;

(ড) “পুলিশ অফিসার” অর্থ ইউনিটের পদমর্যাদার নিম্নে নহেন, এইরূপ কোনো পুলিশ অফিসার;

(ঢ) “প্রোগ্রাম” অর্থ কোনো পাঠ্যোগ্য মাধ্যমে যন্ত্র মহযোগে শব্দ, সংকেত, পরিলেখ বা অন্ত কোনো আকারে প্রকাশিত নির্দেশাবলি, যাহার মাধ্যমে ডিজিটাল ডিভাইস দ্বারা কোনো বিশেষ কার্য-সম্পাদন বা বাস্তবে ফলদায়ক করা যায়;

(ণ) “ফোজদারি কার্যবিধি” অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898);

(ঙ) “ব্যক্তি” অর্থে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, কোম্পানি, অংশীদারি কারবার, ফার্ম বা অন্ত কোনো সংস্থা, ডিজিটাল ডিভাইসের ক্ষেত্রে উহার নিয়ন্ত্রণকারী এবং আইনের মাধ্যমে সৃষ্টি কোনো সত্ত্ব বা ক্ষেত্র আইনগত সত্ত্বও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(থ) “বে-আইনি প্রবেশ” অর্থ কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে বা উক্তরূপ অনুমতির শর্ত লজ্জনপ্রয়ে কোনো কম্পিউটার বা ডিজিটাল ডিভাইস বা ডিজিটাল মেটওয়ার্ক বা ডিজিটাল তথ্য ব্যবস্থায় প্রবেশ, বা উক্তরূপ প্রবেশের মাধ্যমে উক্ত তথ্য ব্যবস্থার কোনো তথ্য-উপাত্তের আদান-প্রদানে বাধা প্রদান বা উহার প্রশিক্ষাকরণ স্থগিত বা ব্যাহত করা বা বন্ধ করা, বা উক্ত তথ্য-উপাত্তের পরিবর্তন বা পরিবর্ধন বা সংযোজন বা বিয়োজন করা অথবা কোনো ডিজিটাল ডিভাইসের মাধ্যমে কোনো তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ;

(দ) “মহাপরিচালক” অর্থ এজেন্সির মহাপরিচালক;

(ধ) “মানসনি” অর্থ Penal Code (Act No. XLV of 1860) এর section 499 এ বর্ণিত defamation;

(ন) “ম্যালওয়েগার” অর্থ এইরূপ কোনো ডিজিটাল বা ইলেক্ট্রনিক নির্দেশ, তথ্য-উপাত্ত, প্রোগ্রাম বা অসাম্ভব যাহা-

(অ) কোনো কম্পিউটার বা ডিজিটাল ডিভাইস কর্তৃক সম্পাদিত কার্যকে পরিবর্তন, বিক্রি, বিনাশ, ঝুঁতি বা ঝুঁঘ করে বা উহার কার্য-সম্পাদনে বিরুদ্ধ প্রভাব বিশ্রার করে;

(আ) নিজেকে অন্ত কোনো কম্পিউটার বা ডিজিটাল ডিভাইসের সহিত সংযুক্ত করিয়া উক্ত কম্পিউটার বা ডিজিটাল বা ইলেক্ট্রনিক ডিভাইসের কোনো প্রোগ্রাম, তথ্য-উপাত্ত বা নির্দেশ কার্যকর করিবার বা কোনো কার্য-সম্পাদনের সময় স্বপ্নোদিতভাবে প্রিয়াশীল হইয়া উঠে এবং উহার মাধ্যমে উক্ত কম্পিউটার বা ডিজিটাল বা ইলেক্ট্রনিক ডিভাইসে কোনো ঝুঁতিকর পরিবর্তন বা ঘটনা ঘটায়; বা

(ই) কোনো ডিজিটাল বা ইলেক্ট্রনিক ডিভাইসের তথ্য ছুরি বা উহাতে স্বয়ংক্রিয় প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি করে;

(প) “মুক্তিযুদ্ধের চেতনা” অর্থ জাতীয়তাবাদ, সমাজগত্ত্ব, গণতন্ত্র ও ধর্ম নিরপেক্ষতার সেই সকল

আদর্শ যাহা আমাদের বৌর জনগণকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আয়নিয়োগ ও বৌর শহিদিগকে প্রাণোৎসর্গ করিতে উদ্বৃদ্ধ করিয়াছিল;

(ফ) “সাইবার নিরাপত্তা” অর্থ ফোনো ডিজিটাল ডিভাইস, কম্পিউটার বা কম্পিউটার সিস্টেম এর নিরাপত্তা;

(ব) “সেবা প্রদানকারী” অর্থ-

(অ) ফোনো বক্স যিনি কম্পিউটার বা ডিজিটাল প্রশিক্ষার মাধ্যমে ফোনো ব্যবহারকারীকে যোগাযোগের সামর্থ্য প্রদান করেন; বা

(আ) এইরূপ ফোনো বক্স, সপ্তা বা সংস্থা যিনি বা যাহা উক্ত সার্ভিসের বা উক্ত সার্ভিসের ব্যবহারকারীর পক্ষে কম্পিউটার ডাটা প্রশিক্ষাকরণ বা সংরক্ষণ করেন।

(২) এই আইনে ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিবক্ষির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিবক্ষি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ এ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইয়ে।

আইনের প্রয়োগ

৩। (১) এই আইনের ফোনো বিধানের সহিত যদি অন্য ফোনো আইনের ফোনো বিধান অসামঞ্জস্য হয়, তাহা হইলে অন্য ফোনো আইনের বিধানের সহিত এই আইনের বিধান যত্থানি অসামঞ্জস্য হয় তত্থানির ক্ষেত্রে এই আইনের বিধান কার্যকর থাকিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছু থাকুক না কেন, তথ্য অধিকার সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ক্ষেত্রে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ২০নং আইন) এর বিধানাবলি কার্যকর থাকিবে।

আইনের অতিরাক্ষিক প্রয়োগ

৪। (১) যদি কোনো বক্স বাংলাদেশের বাহিরে এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন যাহা বাংলাদেশে সংঘটন করিলে এই আইনের অধীন দণ্ডযোগ্য হইত, তাহা হইলে এই আইনের বিধানাবলি এইরূপে প্রযোজ্য হইবে যেন উক্ত অপরাধটি তিনি বাংলাদেশেই সংঘটিত হইয়াছে।

(২) যদি কোনো বক্স বাংলাদেশের বাহিরে এইভাবে হইতে বাংলাদেশে অবস্থিত কোনো কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বা ডিজিটাল ডিভাইসের সাথ্যে বাংলাদেশের অভিত্তরে এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে উক্ত বক্সের বিকল্পে এই আইনের বিধানাবলি এইরূপে প্রযোজ্য হইবে যেন উক্ত অপরাধের সম্পূর্ণ প্রশিক্ষা বাংলাদেশেই সংঘটিত হইয়াছে।

(৩) যদি কোনো ব্যক্তি বাংলাদেশের অভিভূত হইতে বাংলাদেশের বাহিরে এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে এই আইনের বিধানাবলি এইরূপে প্রযোজ্ঞ হইবে যেন উক্ত অপরাধের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া বাংলাদেশেই সংঘটিত হইয়াছে।

ত্রিতীয় অধ্যায়

জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা এজেন্সি

এজেন্সি পঠন,
কার্যালয়, ইউনিট

৫। (১) এই আইনের উদ্দেশ্যসূরণকল্প, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রকাশন দ্বারা, ১ (এক) জন মহাপরিচালক ও বিধি দ্বারা নির্ধারিত সংখ্যক পরিচালকের সমন্বয়ে জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা এজেন্সি নামে একটি এজেন্সি গঠন করিবে।

(২) এজেন্সির প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে, তবে সরকার, প্রযোজনে, ঢাকার বাহিরে দেশের যে কোনো স্থানে উহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

(৩) এজেন্সি প্রশাসনিকভাবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সহিত সংযুক্ত দপ্তর হিসাবে থাকিবে।

(৪) এজেন্সির ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কার্যাবলি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

মহাপরিচালক ও
পরিচালকগণের
নিয়োগ, ইউনিট

৬। (১) মহাপরিচালক ও পরিচালকগণ, কম্পিউটার বা সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ যক্ষিদের মধ্য হইতে, সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহাদের চাকরির শর্তাদি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(২) মহাপরিচালক ও পরিচালকগণ এজেন্সির সার্বক্ষণিক কর্মচারী হইবেন, এবং তাহারা এই আইন এবং অদৰ্শীন প্রণীত বিধির বিধানাবলি সাদেক্ষে, সরকার কর্তৃক নির্দেশিত কার্য-সম্পাদন, ক্ষমতা প্রযোগ ও দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৩) মহাপরিচালকের পদ শূন্য হইলে, যা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে মহাপরিচালক তাহার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে, শূন্য পদে নথনিযুক্ত মহাপরিচালক দায়িত্বভূত গ্রহণ না করা পর্যন্ত যা মহাপরিচালক পুনরায় স্বীয় দায়িত্ব পালনে সমর্থ না হওয়া পর্যন্ত জ্ঞেষ্ঠতম পরিচালক অস্থায়ীভাবে মহাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করিবেন।

এজেন্সির জনবল

৭। (১) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী এজেন্সির প্রয়োজনীয় জনবল থাকিবে।

(২) এজেন্সির জনবলের চাকরির শর্তাবলি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়

ক্রতিপ্রয় তথ্য-
উপাত্ত অপসারণ
বা ব্লক করিবার
ক্ষমতা

- ৮। (১) মহাপরিচালকের নিজ অধিক্ষেপ্তুক কোনো বিষয়ে ডিজিটাল বা ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে
প্রকাশিত বা প্রচারিত কোনো তথ্য- উপাত্ত সাইবার নিরাপত্তার ক্ষেত্রে হমকি গৃষ্টি করিলে তিনি উক্ত
তথ্য-উপাত্ত অপসারণ বা, ক্ষেত্রে, ব্লক করিবার জন্য বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ
কমিশনকে, অতঃপর বিটিআরসি বিলিয়া উল্লিখিত, অনুরোধ করিতে পারিবেন।
- (২) যদি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিকট তথ্য-উপাত্ত বিপ্লবে সাপেক্ষে, বিপ্লব করিবার
কারণ থাকে যে, ডিজিটাল বা ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে প্রকাশিত বা প্রচারিত কোনো তথ্য-উপাত্ত দেশের
বা উহার কোনো অংশের সংহতি, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষা, ধর্মীয় মূল্যবোধ বা
জনশৃঙ্খলা খুঁত করে, বা জাতিগত বিদ্রোহ ও ঘৃণার সঞ্চার করে, অথা হইলে আইন-শৃঙ্খলা
রক্ষাকারী বাহিনী উক্ত তথ্য-উপাত্ত অপসারণ বা ব্লক করিবার জন্য, মহাপরিচালকের মাধ্যমে,
বিটিআরসিকে অনুরোধ করিতে পারিবে।
- (৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এর অধীন কোনো অনুরোধ প্রাপ্ত হইলে বিটিআরসি, উক্ত বিষয়াদি
সরকারকে অবহিত্তে তাৎক্ষণিকভাবে উক্ত তথ্য-উপাত্ত অপসারণ বা, ক্ষেত্রে, ব্লক করিবে।
- (৪) এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, প্রয়োজনীয় অন্তর্ভুক্ত বিষয়াদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

**কম্পিউটার
ইমার্জেন্সি
রেসপন্স টিম**

- ৯। (১) এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, এজেন্সির অধীন একটি জাতীয় কম্পিউটার ইমার্জেন্সি
রেসপন্স টিম থাকিবে।
- (২) ধারা ১৫ এর অধীন ঘোষিত কোনো শুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো, প্রয়োজনে, এজেন্সির
পূর্বানুমোদন প্রযুক্তিমে, উহার নিজস্ব কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম বা কম্পিউটার ইন্ডিন্ডেন্ট
রেসপন্স টিম গঠন করিতে পারিবে।
- (৩) জাতীয় কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম ও কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম বা
কম্পিউটার ইন্ডিন্ডেন্ট রেসপন্স টিম সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি এবং প্রয়োজনে, আইন
শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত হইবে।
- (৪) জাতীয় কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম ও কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম বা
কম্পিউটার ইন্ডিন্ডেন্ট রেসপন্স টিম, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, সার্বক্ষণিকভাবে দায়িত্ব পালন
করিবে।
- (৫) উপ-ধারা (৪) এর সামগ্রিকভাবে খুঁত না করিয়া, জাতীয় কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম
ও কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম বা কম্পিউটার ইন্ডিন্ডেন্ট রেসপন্স টিম নিম্নবর্ণিত দায়িত্ব
পালন করিবে, যথা:-
- (ক) শুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোর জরুরি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;

- (খ) সাইবার বা ডিজিটাল শামলা হইলে এবং সাইবার বা ডিজিটাল নিরাপত্তা বিষ্ণিত হইলে গৃহিত কোনো উৎক্ষেপণকার্যে উপর প্রতিকারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- (গ) মন্ত্রণালয় ও আমন্ত্রণ সাইবার বা ডিজিটাল শামলা প্রতিরোধের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য গ্রহণ;
- (ঘ) এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, সরকারের অনুমোদন গ্রহণপ্রয়ে, সমর্থমৌলিক বিদেশি কোনো চিম বা প্রতিষ্ঠানের সহিত তথ্য আদান-প্রদানসহ সার্বিক সহযোগিতামূলক কার্যপ্রয় গ্রহণ; এবং
- (ঙ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য কার্য সম্পাদন।
- (৬) এজেন্সি, জাতীয় কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স চিম, কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স চিম বা কম্পিউটার ইন্ডিফেন্ট রেসপন্স চিমসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন ও তত্ত্বাবধান করিয়ে।

ডিজিটাল ফরেনসিক লগব

- ১০। (১) এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, এজেন্সির নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে, এক বা একাধিক ডিজিটাল ফরেনসিক লগব থাকিবে।
- (২) উপ-ধারা (১) এ যাথে কিছুই থাকুক না কেন, এই আইন প্রবর্তনের পূর্বে কোনো সরকারি কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার অধীন কোনো ডিজিটাল ফরেনসিক লগব স্থাপিত হইয়া থাকিলে, ধারা ১১ এর অধীন নির্ধারিত মান অর্জন সাপেক্ষে, এজেন্সি উপরে স্বীকৃতি প্রদান করিয়ে এবং সেইক্ষেত্রে উক্ত লগব এই আইনের অধীন স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।
- (৩) এজেন্সি ডিজিটাল ফরেনসিক লগবসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করিয়ে।
- (৪) ডিজিটাল ফরেনসিক লগব স্থাপন, ব্যবহার, পরিচালনা ও অন্যান্য বিষয়াদি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

ডিজিটাল ফরেনসিক লগবের মান নিয়ন্ত্রণ

- ১১। (১) এজেন্সি, বিধি দ্বারা নির্ধারিত মানদণ্ড অনুযায়ী, প্রতেক ডিজিটাল ফরেনসিক লগবের শুণগত মান নিশ্চিত করিয়ে।
- (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন নির্ধারিত শুণগত মান নিশ্চিত করিবার ক্ষেত্রে, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, প্রতেক ডিজিটাল ফরেনসিক লগব-
- (ক) উপর্যুক্ত যোগাযোগসম্পন্ন এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জনবল দ্বারা উপর কার্যপ্রয় পরিচালনা করিয়ে;
- (খ) উপর ভোগ অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করিয়ে;
- (গ) উপর অধীন সংরক্ষিত তথ্যাদির নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা বজায় রাখিবার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য গ্রহণ করিয়ে;
- (ঘ) ডিজিটাল ফরেনসিক পরীক্ষার কার্যগ্রি মান বজায় রাখিবার লক্ষ্যে মানসম্পন্ন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়ে; এবং

চতুর্থ অধ্যায়

জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা কাউন্সিল

**জাতীয় সাইবার
নিরাপত্তা
কাউন্সিল**

১২। (১) এই আইনের উদ্দেশ্যসূরণকল্পে, নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা কাউন্সিল গঠিত হইবে, যথা:-

(ক) প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, যিনি ইহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়;

(গ) মন্ত্রী, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়;

(ঘ) প্রধানমন্ত্রীর আইনিক বিষয়ক উপদেষ্টা;

(ঙ) প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যমন্ত্রী;

(চ) গভর্নর, বাংলাদেশ বঙ্গাংক;

(ছ) মচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ;

(জ) মচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ;

(ঝ) মচিব, জন নিরাপত্তা বিভাগ;

(ঞ) পরবাসী মচিব, পরবাসী মন্ত্রণালয়;

(ট) ইন্ডিপেন্ডেন্ট জেনারেল অব পুলিশ, বাংলাদেশ পুলিশ;

(ঠ) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন;

(ড) মহাপরিচালক, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদ্বন্দ্বী;

(ঢ) মহাপরিচালক, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা;

(ণ) মহাপরিচালক, নগশনাল টেলিফোনিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার; এবং

(ত) মহাপরিচালক, জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা এজেন্সি।

(২) মহাপরিচালক কাউন্সিলের কার্যসম্পাদনে সাচিবিক মহায়তা প্রদান করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্যসূরণকল্পে কাউন্সিল, চেয়ারম্যানের পরামর্শ প্রহণশর্মে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারিত মেয়াদ ও শর্তে, কোনো বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকে ইহার সদস্য হিসাবে যে কোনো সময় ফো-অপ্ট করিতে পারিবে।

কাউন্সিলের
ক্ষমতা, ইত্যাদি

১৩। (১) কাউন্সিল, এই আইন এবং তদবীন প্রণীত বিধির বিধান বাস্তবায়নকল্পে, এজেন্সিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করিবে।

(২) কাউন্সিল অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, বিশেষ করিয়া, নিম্নবর্ণিত কার্য-সম্পাদন করিবে, যথা:-

(ক) সাইবার নিরাপত্তা ক্ষমতির মস্থুখীন হইলে উহা প্রতিকারের জন্য প্রয়োজনীয় দিক- নির্দেশনা প্রদান;

(খ) সাইবার নিরাপত্তার অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও জনবল বৃদ্ধি এবং মানোন্নয়নে পরামর্শ প্রদান;

(গ) সাইবার নিরাপত্তা নিষিদ্ধকরণের লক্ষ্যে আন্তঃদ্রাবণিক নৌতি নির্ধারণ;

(ঘ) আইন ও তদবীন প্রণীত বিধির যথাযথ প্রয়োগ নিষিদ্ধকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং

(ঙ) বিধি দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো কার্য সম্পাদন।

কাউন্সিলের সভা,
ইত্যাদি

১৪। (১) এই ধারার অন্যান্য বিধানাবলি সাপেক্ষে, কাউন্সিল উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(২) কাউন্সিলের সভা উহার চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত আরিখ, সময় ও স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে।

(৩) চেয়ারম্যান যেকোনো সময় কাউন্সিলের সভা আহবান করিতে পারিবেন।

(৪) চেয়ারম্যান কাউন্সিলের সভল সভায় সভাপত্তি করিবেন।

(৫) কাউন্সিলের কোনো কার্য বা কার্যধারা কেবল উক্ত কাউন্সিলের কোনো সদস্য পদে শূন্যতা বা কাউন্সিল গঠনে প্রচৃতি থাকিবার কারণে আবেদ্য হইবে না এবং তদম্পরকে কোনো প্রশ্নও উথাপন করা যাইবে না।

পঞ্চম অধ্যায়

শুল্কসূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো

শুল্কসূর্ণ তথ্য
পরিকাঠামো

১৫। এই আইনের উদ্দেশ্যসূর্যকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজাপন দ্বারা, কোনো কম্পিউটার সিস্টেম, নেটওর্ক বা তথ্য পরিকাঠামোকে শুল্কসূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে।

শুল্কসূর্ণ তথ্য
পরিকাঠামোর
নিরাপত্তা
পরিবীক্ষণ ও
পরিদর্শন

১৬। (১) মহাপরিচালক, এই আইনের বিধানাবলি যথাযথভাবে প্রতিপালিত হইতেছে কি না আহা নিষিদ্ধ করিবার জন্য প্রয়োজনে, সময় সময়, কোনো শুল্কসূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো পরিবীক্ষণ ও পরিদর্শন করিবেন এবং এতদ্ব্যতীত প্রতিবেদন সরকারের নিকট দাখিল করিবেন।

(২) এই আইনের আওতায় থেকিত শুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোসমূহ, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, প্রতি বৎসর উহার অঙ্গস্তরীয় ও যথিঃষ্ট পরিকাঠামো পরিবীক্ষণপূর্বক একটি পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন সরকারের নিকট উপস্থাপন করিবে এবং উক্ত প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু মহাপরিচালককে অবহিত করিবে।

(৩) মহাপরিচালকের নিকট যদি যুক্তিসংগতভাবে বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, তাহার অধিক্ষেপেডুক্ত কোনো বিষয়ে কোনো ব্যক্তির কার্যক্রম শুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোর জন্য শুরুক্ষের ব্যবস্থা বা ক্ষতিকর, তাহা হইলে তিনি, স্ব-প্রশংসিতভাবে বা কাহারও নিকট হস্তে কোনো অভিযোগ প্রাপ্ত হইয়া, উহার অনুমতি করিতে পারিবেন।

(৪) এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, নিরাপত্তা পরিবীক্ষণ ও পরিদর্শন কার্যক্রম সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা সম্পন্ন করিতে হইবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

অপরাধ ও দণ্ড

**শুরুত্বপূর্ণ তথ্য
পরিকাঠামোতে
বে-আইনি প্রবেশ,
ইতসাদির দণ্ড**

১৭। (১) যদি কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বা জ্ঞাতস্মারে কোনো শুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোতে-

(ক) বে-আইনি প্রবেশ করেন; বা

(খ) বে-আইনি প্রবেশের মাধ্যমে উহার ক্ষতিসাধন বা বিনষ্টি বা অকার্যকর করেন অথবা করিবার চেষ্টা করেন,

তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির অনুরূপ কার্য হইবে একটি অপরাধ।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর-

(ক) দফা (ক) এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ৩(তিনি) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ২৫ (পাঁচিশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন; এবং

(খ) দফা (খ) এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ৬(ছয়) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

**কম্পিউটার,
ডিজিটাল
ডিজাইন,
কম্পিউটার
সিস্টেম,
ইতসাদিতে বে-
আইনি প্রবেশ ও
দণ্ড**

১৮। (১) যদি কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে-

(ক) কোনো কম্পিউটার, ডিজিটাল ডিজাইন, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কে বে-আইনি প্রবেশ করেন বা প্রবেশ করিতে সহায়তা করেন; বা

(খ) কোনো কম্পিউটার, ডিজিটাল ডিজাইন, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কে অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে বে-আইনি প্রবেশ করেন বা প্রবেশ করিতে সহায়তা করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির অনুরূপ কার্য হইবে একটি অপরাধ।

(২) যদি কোনো বক্সি উপ-ধারা (১) এর-

(ক) দফা (ক) এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ৬(ছয়) মাস কারাদণ্ডে, যা অনধিক ২(দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, যা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন;

(খ) দফা (খ) এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ৩(তিনি) বৎসর কারাদণ্ডে, যা অনধিক ১০(দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, যা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৩) যদি উপ-ধারা (১) এর অধীন ক্রতৃ অপরাধ শুরুবৃদ্ধি তথ্য-পরিকাঠামো কর্তৃক সংরক্ষিত কোনো কম্পিউটার, ডিজিটাল ডিভাইস, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে সংঘটিত হয়, তাহা হইলে তিনি অনধিক ৩(তিনি) বৎসর কারাদণ্ডে, যা অনধিক ১০(দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, যা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

**কম্পিউটার,
কম্পিউটার
সিস্টেম, ইত্যাদির
ক্ষতিমাধ্যন ও দণ্ড**

১৯। (১) যদি কোনো বক্সি-

(ক) কোনো কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্ক হইতে কোনো উপাত্ত, উপাত্ত-ভাগার, তথ্য বা উহার উদ্ভৃতাংশ সংগ্রহ করেন, যা স্থানান্তরযোগ্য জমাকৃত তথ্য-উপাত্তসহ উক্ত কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কের তথ্য সংগ্রহ করেন বা কোনো উপাত্তের অনুলিপি বা অংশবিশেষ সংগ্রহ করেন;

(খ) কোনো কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কে উদ্দেশ্যমূলকভাবে কোনো ধরনের সংশ্লিষ্ট, ম্যালওয়্যার বা ক্ষতিকর সফটওয়্যার প্রবেশ করান বা প্রবেশ করানোর চেষ্টা করেন;

(গ) ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, উপাত্ত বা কম্পিউটারের উপাত্ত-ভাগারের ক্ষতিমাধ্যন করেন, যা ক্ষতিমাধ্যনের চেষ্টা করেন বা উক্ত কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কে রাখিত অন্য কোনো প্রোগ্রামের ক্ষতি মাধ্যন করেন বা করিবার চেষ্টা করেন;

(ঘ) কোনো কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কে কোনো বৈধ বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত বক্সিকে কোনো উপায়ে প্রবেশ করিতে বাধা সৃষ্টি করেন বা বাধা সৃষ্টিকর চেষ্টা করেন;

(ঙ) ইচ্ছাকৃতভাবে প্রেরক বা গ্রাহকের অনুমতি ব্যতীত, কোনো পণ্য বা সেবা বিপণনের উদ্দেশ্যে, স্বাম উৎসাদন বা বাজারজাত করেন বা করিবার চেষ্টা করেন বা অ্যাচিত ইলেক্ট্রনিক মেইল প্রেরণ করেন; বা

(চ) কোনো কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কে অনগ্যভাবে হস্তক্ষেপ বা কারসাজি করিয়া কোনো বক্সিকে সেবা গ্রহণ বা ধার্যকৃত চার্জ অন্তরে হিসাবে জমা করেন বা করিবার চেষ্টা করেন,

(২) যদি কোনো বক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ৭ (সাত) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ১০ (দশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

**কম্পিউটার সোর্স
কোড পরিবর্তন
সংশ্লিষ্ট অপরাধ ও
দণ্ড**

২০। (১) যদি কোনো বক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বা জ্ঞাতসারে কোনো কম্পিউটার প্রোগ্রাম, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কে ব্যবহৃত কম্পিউটার সোর্স কোড গোপন, ধ্বংস বা পরিবর্তন করেন, বা অন্য কোনো বক্তির মাধ্যমে উক্ত কোড, প্রোগ্রাম, সিস্টেম বা নেটওয়ার্ক গোপন, ধ্বংস বা পরিবর্তন করিবার চেষ্টা করেন, এবং উক্ত সোর্স কোডটি যদি সংরক্ষণযোগ্য বা রক্ষণাবেক্ষণযোগ্য হয়, তাহা হইলে উক্ত বক্তির অনুরূপ কার্য হইবে একটি অপরাধ।

(২) যদি কোনো বক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ৩ (তিনি) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ৩ (তিনি) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

**মুক্তিযুক্ত,
মুক্তিযুক্তের চেতনা,
জাতির পিতা
বপ্যবন্ধু শেখ
মুক্তিবুর রহমান,
জাতীয় সংগীত বা
জাতীয় পতাকা
সম্পর্কে বিদ্যে,
বিজ্ঞান ও
কুৎসামূলক
প্রচারণার দণ্ড**

২১। (১) যদি কোনো বক্তি ডিজিটাল বা ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুক্ত, মুক্তিযুক্তের চেতনা, জাতির পিতা বপ্যবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জাতীয় সংগীত বা জাতীয় পতাকা সম্পর্কে বিদ্যে, বিজ্ঞান ও কুৎসামূলক প্রচারণা চালান বা উহাতে মদদ প্রদান করেন, তাহা হইলে উক্ত বক্তির অনুরূপ কার্য হইবে একটি অপরাধ।

(২) যদি কোনো বক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ১ (এক) কোটি টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

**ডিজিটাল বা
ইলেক্ট্রনিক
জালিয়াতি**

২২। (১) যদি কোনো বক্তি ডিজিটাল বা ইলেক্ট্রনিক মাধ্যম ব্যবহার করিয়া জালিয়াতি করেন, তাহা হইলে উক্ত বক্তির অনুরূপ কার্য হইবে একটি অপরাধ।

(২) যদি কোনো বক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ২(দুই) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

যাথে।-এই ধারার উদ্দেশ্যের কল্পে, “ডিজিটাল বা ইলেক্ট্রনিক জালিয়াতি” অর্থ কোনো বক্তি কর্তৃক বিনা অধিকারে বা প্রদত্ত অধিকারের অতিরিক্ত হিসাবে বা অনধিকার চর্চার মাধ্যমে কোনো কম্পিউটার বা ডিজিটাল ডিভাইসের ইনপুট বা আউটপুট প্রস্তুত, পরিবর্তন, মুছিয়া ফেলা ও

সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩
লুকাইয়ার মাধ্যমে অশুল্ক ডাটা বা প্রোগ্রাম, তথ্য বা প্রান্ত কার্য, তথ্য সিস্টেম, কম্পিউটার বা
ডিজিটাল নেটওয়ার্ক পরিচালনা।

ডিজিটাল বা ইলেক্ট্রনিক প্রত্যরোধ

২৩। (১) যদি কোনো বক্সি ডিজিটাল বা ইলেক্ট্রনিক মাধ্যম ব্যবহার করিয়া প্রত্যরোধ করেন,
তাহা হইলে উক্ত বক্সির অনুরূপ কার্য হইবে একটি অপরাধ।

(২) যদি কোনো বক্সি উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি
অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দ্বিতীয়
হইবেন।

ব্যাখ্যা-এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, “ডিজিটাল বা ইলেক্ট্রনিক প্রত্যরোধ” অর্থ কোনো বক্সি
কর্তৃক ইচ্ছাকৃতভাবে বা জ্ঞাতসারে অথবা অনুমতি ব্যক্তিগতে কোনো কম্পিউটার প্রোগ্রাম,
কম্পিউটার সিস্টেম, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, ডিজিটাল ডিভাইস, ডিজিটাল সিস্টেম, ডিজিটাল
নেটওয়ার্কে বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কোনো তথ্য পরিবর্তন করা, মুছিয়া ফেলা, নূতন
কোনো অথের সংযুক্তি বা বিকৃতি স্থানান্তর মাধ্যমে উহার মূল্য বা উপযোগিতা হ্রাস করা, তাহার
নিজের বা অন্য কোনো বক্সির কোনো সুবিধা প্রাপ্তির ব্যক্তি করিয়ার চেষ্টা করা বা ছলনার
আশ্রয় গ্রহণ করা।

পরিচয় প্রত্যরোধ বা ছদ্মবেশ ধারণ

২৪। (১) যদি কোনো বক্সি ইচ্ছাকৃতভাবে বা জ্ঞাতসারে কোনো কম্পিউটার, কম্পিউটার প্রোগ্রাম,
কম্পিউটার সিস্টেম, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, কোনো ডিজিটাল ডিভাইস, ডিজিটাল সিস্টেম বা
ডিজিটাল নেটওয়ার্ক ব্যবহার করিয়া-

(ক) প্রত্যরোধ করিয়ার বা ঠকাইয়ার উদ্দেশ্যে অপর কোনো বক্সির পরিচয় ধারণ করেন বা অন্য
কোনো বক্সির বক্সিগত কোনো তথ্য নিজের বলিয়া প্রদর্শন করেন; বা

(খ) উদ্দেশ্যমূলকভাবে জালিয়াতির মাধ্যমে কোনো জীবিত বা মৃত বক্সির বক্সিগত নিম্নবর্ণিত
উদ্দেশ্যে নিজের বলিয়া ধারণ করেন,-

(অ) নিজের বা অপর কোনো বক্সির সুবিধা লাভ করা বা করাইয়া দেওয়া;

(আ) কোনো সম্পত্তি বা সম্পত্তির স্বার্থ প্রাপ্তি;

(ই) কোনো বক্সি বা বক্সিগত ঝুঁতিসাধন,

তাহা হইলে উক্ত বক্সির অনুরূপ কার্য হইবে একটি অপরাধ।

(২) যদি কোনো বক্সি উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

**আপ্রমণাত্মক,
মিথ্যা বা জীতি
প্রদর্শক, অথ-
উপাত্ত প্রেরণ,
প্রকাশ, ইত্যাদি**

২৫। (১) যদি কোনো বক্সি ওয়েবসাইট বা অন্য কোনো ডিজিটাল বা ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে-
(ক) ইচ্ছাকৃতভাবে বা জ্ঞাতসারে, এইরূপ কোনো অথ-উপাত্ত প্রেরণ করেন, যাহা আপ্রমণাত্মক বা জীতি প্রদর্শক অথবা মিথ্যা বলিয়া জ্ঞাত থাকা সঙ্গেও, কোনো বক্সিকে বিরক্ত, অপমান, অপদষ্ট বা হেয় প্রতিপন্থ করিবার অভিস্বায়ে কোনো অথ-উপাত্ত প্রেরণ, প্রকাশ বা প্রচার করেন; বা
(খ) রাফ্টের ভাবমূর্তি বা সুনাম ঝুঁপ্প করিবার, বা বিশ্রান্তি ছড়াইবার, বা অনুদেশে, অপপচার বা মিথ্যা বলিয়া জ্ঞাত থাকা সঙ্গেও, কোনো অথ সম্পূর্ণ বা আংশিক বিকৃত আকারে প্রকাশ, বা প্রচার করেন বা করিতে সহায়তা করেন,

তাহা হইলে উক্ত বক্সির অনুরূপ কার্য হইবে একটি অপরাধ।

(২) যদি কোনো বক্সি উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ৩ (তিনি) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

**অনুমতি বচ্ছৈত
পরিচিতি অথ
সংগ্রহ, ব্যবহার,
ইত্যাদির দণ্ড**

২৬। (১) যদি কোনো বক্সি আইনগত কর্তৃত্ব বক্সিগুরুকে অপর কোনো বক্সির পরিচিতি অথ সংগ্রহ, বিশ্রান্তি, দখল, সরবরাহ বা ব্যবহার করেন, তাহা হইলে উক্ত বক্সির অনুরূপ কার্য হইবে একটি অপরাধ।
(২) যদি কোনো বক্সি উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

ব্যাখ্যা।-এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, “পরিচিতি অথ” অর্থ কোনো বাস্তিক, জৈবিক বা শারীরিক অথ বা অন্য কোনো অথ যাহা এককভাবে বা যৌথভাবে একজন বক্সি বা সিপ্টেমকে শনাক্ত করে, যাহার নাম, ছবি, ঠিকানা, জন্ম আরিথ, মাতার নাম, পিতার নাম, স্বাক্ষর, জাতীয় পরিচয়পত্র, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন নম্বর, ফিংগার স্ক্রিপ্ট, পাসপোর্ট নম্বর, ব্যাঙ্ক হিসাব নম্বর, প্রাইভেট লাইসেন্স, ই-চিআইএন নম্বর, ইলেক্ট্রনিক বা ডিজিটাল স্বাক্ষর, ব্যবহারকারীর নাম, প্রেডিট বা ডেবিট কার্ড নম্বর, ডয়েজ স্ক্রিপ্ট, রেচিনা ইমেজ, আইরেজ ইমেজ, ডিএনএ প্রোফাইল, নিরাপত্তামূলক প্রশ্ন বা অন্য কোনো পরিচিতি যাহা প্রযুক্তির উৎকর্ষগতার জন্য সহজলভ।

**সাইবার সন্ত্বাসী
কার্য সংঘটনের**

২৭। (১) যদি কোনো বক্সি-

অপরাধ ও দণ্ড

সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩

(ক) যান্ত্রীয় অখণ্ডতা, নিরাপত্তা ও সার্ভেজেমত্ব বিপন্ন করা এবং জনগণ বা উহার কোনো অংশের মধ্যে ডেজাভোতি সঞ্চার করিবার অভিপ্রায়ে কোনো কম্পিউটার বা কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বা ইন্টারনেট নেটওয়ার্কে বৈধ প্রবেশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন বা বে-আইনি প্রবেশ করেন বা করান;

(খ) কোনো ডিজিটাল ডিজাইনে এইরূপ দুষণ সৃষ্টি করেন বা মগলওয়ার প্রবেশ করান যাহার ফলে কোনো ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে বা শুরুতের জথমপ্রাপ্ত হন বা হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়; বা

(গ) জনসাধারণের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহ ও সেবা ক্ষতিগ্রস্ত বা ধ্বংসাধন করেন বা কোনো শুল্কসূর্ণ তথ্য পরিকাঠামোর উপর বিরূপ প্রভাব বিশ্বার করেন; বা (ঘ) ইচ্ছাকৃতভাবে বা জ্ঞাতসারে কোনো কম্পিউটার, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, ইন্টারনেট নেটওয়ার্ক, সংরক্ষিত কোনো তথ্য-উদাপ্ত বা কম্পিউটার ডাটাবেইজে প্রবেশ বা অনুপ্রবেশ করেন বা এইরূপ কোনো সংরক্ষিত তথ্য-উদাপ্ত বা কম্পিউটার ডাটাবেইজে প্রবেশ করেন যাহা বৈদেশিক কোনো রাষ্ট্রের সহিত বন্ধুসূর্ণ সম্পর্ক বা জনশৃঙ্খলা পরিপন্থি কোনো কাজে ব্যবহৃত হইতে পারে অথবা বৈদেশিক কোনো রাষ্ট্র বা কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর শুবিধার্থে ব্যবহার করা হইতে পারে,

তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির অনুরূপ কার্য হইবে সাহিত্য সম্ভাব অপরাধ।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ১৪ (চৌদ্দ) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ১ (এক) কোটি টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

ওয়েবসাইট বা
কোনো
ইলেক্ট্রনিক
বিনামে ধর্মীয়
মূল্যবোধ বা
অনুভূতিতে
আঘাত করে
এইরূপ কোনো
তথ্য প্রকাশ,
সম্প্রচার, ইত্যাদি

২৮। (১) যদি কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী ইচ্ছাকৃতভাবে বা জ্ঞাতসারে ধর্মীয় মূল্যবোধ বা অনুভূতিতে আঘাত করিবার বা উক্ফানি প্রদানের অভিপ্রায়ে ওয়েবসাইট বা অন্য কোনো ইলেক্ট্রনিক বিনামে এইরূপ কিছু প্রকাশ বা প্রচার করেন বা করান, যাহা ধর্মীয় অনুভূতি বা ধর্মীয় মূল্যবোধের উপর আঘাত করে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির অনুরূপ কার্য হইবে একটি অপরাধ।

(২) যদি কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ২(দুই) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

মানশনিকর তথ্য
প্রকাশ, প্রচার,
ইত্যাদি

২৯। যদি কোনো ব্যক্তি ওয়েবসাইট বা অন্য কোনো ইলেক্ট্রনিক বিনামে Penal Code (Act No. XLV of 1860) এর section 499 এ বর্ণিত মানশনিকর তথ্য প্রকাশ বা প্রচার করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির উক্ফরূপ কার্য হইবে একটি অপরাধ এবং তত্ত্বজ্ঞ তিনি অনধিক ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

**আইনানুগ কর্তৃত
বহিষ্ঠৃত ই-
ট্রানজেকশনের
অপরাধ ও দণ্ড**

৩০। (১) যদি কোনো বক্সি-

(ক) কোনো ব্যক্তি, যিমা বা অন্য কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা মোবাইল আর্থিক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হিতে কোনো ডিজিটাল বা ইলেক্ট্রনিক মাধ্যম দ্বারা করিয়া আইনানুগ কর্তৃত বক্সিকে ই-ট্রানজেকশন করেন; বা

(খ) সরকার বা বাংলাদেশ ব্যক্তি কর্তৃক, সময় সময়, জারীকৃত কোনো ই-ট্রানজেকশনকে আবেদ্য ঘোষণা করা সঙ্গেও ই-ট্রানজেকশন করেন,

তাহা হইলে উক্ত বক্সিকে অনুরূপ কার্য হইবে একটি অপরাধ।

(২) যদি কোনো বক্সি উপ-ধারা (১) এর অর্থে কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ২৫ (পাঁচিশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

যাথে।-এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, “ই-ট্রানজেকশন” অর্থ কোনো বক্সি কর্তৃক তাহার তথ্যিল স্থানান্তরের জন্য কোনো ব্যক্তি, আর্থিক প্রতিষ্ঠান অথবা ডিজিটাল বা ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে কোনো সুনির্দিষ্ট হিসাব নথেরে অর্থ জমা প্রদান বা উত্তোলন বা উত্তোলন করিয়ার জন্য প্রদত্ত নির্দেশনা, আদেশ বা কর্তৃত্বপূর্ণ আইনানুগ আর্থিক লেনদেন এবং কোনো ডিজিটাল বা ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে অর্থ স্থানান্তর।

**আইন-শৃঙ্খলার
অবনতি ঘটানো,
ইত্যাদির অপরাধ
ও দণ্ড**

**৩১। (১) যদি কোনো বক্সি ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েবসাইট বা ডিজিটাল বিনয়স্থ এইরূপ কিছু প্রকাশ
বা সম্প্রচার করেন বা করান, যাহা মংশিক্ত বিভিন্ন শ্রেণি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রেণী, শৃণা বা বিদ্যে
সৃষ্টি করে বা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করে বা অস্থিরতা বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে অথবা আইন-
শৃঙ্খলার অবনতি ঘটায় বা ঘটিয়ার উপর্যুক্ত হয়, তাহা হইলে উক্ত বক্সিকে অনুরূপ কার্য হইবে
একটি অপরাধ।**

(২) যদি কোনো বক্সি উপ-ধারা (১) এর অর্থে কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ২৫ (পাঁচিশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

**হ্যাকিং সংশ্লিষ্ট
অপরাধ ও দণ্ড**

৩২। যদি কোনো বক্সি হ্যাকিং করেন, তাহা হইলে উক্ত অপরাধ এবং তজ্জন্ত তিনি অনধিক ১৪ (চৌদ্দ) বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক ১ (এক) কোটি টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

যাথে।-এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, “হ্যাকিং” অর্থ-

(ক) কম্পিউটার তথ্য জাহাজের কোনো তথ্য ছুরি, বিনাশ, বাতিল, পরিবর্তন বা উহার মূল্য বা উপযোগিতা হ্যামক্রেশন বা অন্য কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেন; বা

(খ) নিজ মালিকানা বা দখলবিহীন কোনো কম্পিউটার, স্মার্ট, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বা অন্য কোনো ইলেক্ট্রনিক সিস্টেমে আবেগভাবে প্রবেশের মাধ্যমে উহার ক্ষতিগ্রস্ত।

অপরাধ সংঘটন সহায়তা ও উহার দণ্ড

৩৩। (১) যদি কোনো বক্সি এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ সংঘটনে সহায়তা করেন, তাহা হইলে উক্ত বক্সির অনুরূপ কার্য হইবে একটি অপরাধ।

(২) যদি কোনো বক্সি উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো অপরাধ সংঘটন করেন, তাহা হইলে তিনি মূল অপরাধটির জন্য যে দণ্ড নির্ধারিত রহিয়াছে, সেই দণ্ডেই দণ্ডিত হইবেন।

মিথ্যে মামলা, অভিযোগ দায়ের, ইত্তেজির অপরাধ ও দণ্ড

৩৪। (১) যদি কোনো বক্সি অন্য কোনো বক্সির ক্ষতিগ্রস্তনের অভিপ্রায়ে উক্ত বক্সির বিকল্পে এই আইনের অন্য কোনো ধারার অধীন মামলা বা অভিযোগ দায়ের করিবার জন্য নম্রৎ বা আইনানুগ কারণ না জানিয়াও মামলা বা অভিযোগ দায়ের করেন বা করান, তাহা হইলে উক্ত ক্ষতিগ্রস্ত অপরাধ এবং তজ্জন্য মামলা বা অভিযোগ দায়েরকারী বক্সি এবং যিনি অভিযোগ দায়ের করাইয়াছেন উক্ত বক্সি মূল অপরাধটির জন্য যে দণ্ড নির্ধারিত রহিয়াছে সেই দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(২) কোনো বক্সি যদি উপধারা (১) এর অধীন এই আইনের একাধিক ধারায় কোনো মামলা বা অভিযোগ করেন, তাহা হইলে উক্ত ধারায় বর্ণিত অপরাধসমূহের মধ্যে মূল অপরাধের জন্য যাহার দণ্ডের পরিমাণ বেশি হয় উহাই দণ্ডের পরিমাণ হিসাবে নির্ধারণ করা যাইবে।

(৩) কোনো বক্সির লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে ট্রাইবুনাল উপধারা (১) এর অধীন সংঘটিত অপরাধের অভিযোগ গ্রহণ ও মামলার বিচার করিতে পারিবে।

কোম্পানি কর্তৃক অপরাধ সংঘটন

৩৫। (১) কোনো কোম্পানি কর্তৃক এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ সংঘটনের ফেশে, উক্ত অপরাধের সহিত প্রতিক্রিয়া করিয়া কোম্পানির এইরূপ প্রতেক মালিক, প্রধান নির্বাচী, পরিচালক, ম্যানেজার, সচিব, অংশীদার বা অন্য কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা প্রতিনিধি উক্ত অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে সক্ষম হন যে, উক্ত অপরাধ তাহার অজ্ঞতামারে হইয়াছে বা উক্ত অপরাধ রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোম্পানি আইনগত বক্সিমত্ব বিশিষ্ট সংস্থা হইলে, উক্ত বক্সিকে অভিযুক্ত ও দোষী সাবচ্ছ করা ছাড়াও উক্ত কোম্পানিকে আলাদাভাবে একই কার্যধারায় অভিযুক্ত ও দোষী সাবচ্ছ করা যাইবে, তবে উহার উপর সংশ্লিষ্ট বিধান মোতাবেক কেবল অর্থদণ্ড আরোপযোগ্য হইবে।

ব্যাখ্যা।-এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে,-

সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩
 (ক) “ফোম্পানি” অর্থে কোনো যাণিজিক প্রতিষ্ঠান, অংশীদারি কারবার, সমিতি, সংঘ বা সংগঠনও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(খ) যাণিজিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে, “পরিচালক” অর্থে উহার কোনো অংশীদার বা পরিচালনা বোর্ডের সদস্যও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

ক্ষতিপূরণের আদেশ দানের ক্ষমতা

৩৬। কোনো বক্তি ধারা ২২ এর অধীন ডিজিটাল বা ইলেক্ট্রনিক জালিয়াতি, ধারা ২৩ এর অধীন ডিজিটাল বা ইলেক্ট্রনিক প্রতারণা বা ধারা ২৪ এর অধীন পরিচয় প্রতারণা বা ছদ্মবেশ ধারণের মাধ্যমে অপর কোনো বক্তির আর্থিক ক্ষতিসাধন করিলে, ট্রাইবুনাল, সৃষ্টি ক্ষতির সমতুল্য অর্থ বা তদ্বিচেচনায় উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে ক্ষতিগ্রস্ত বক্তিকে প্রদানের জন্য আদেশ দিতে পারিবে।

সেবা প্রদানকারী দায়ী না হওয়া

৩৭। তথ্য-উপাত্ত প্রাপ্তির বলোবস্ত করিবার কারণে কোনো সেবা প্রদানকারী এই আইন বা তদ্বীন প্রণীত বিধির অধীন দায়ী হইবেন না, যদি তিনি প্রমাণ করিতে সক্ষম হন যে, সংশ্লিষ্ট অপরাধ বা লঙ্ঘন তাহার অজ্ঞতামারে ঘটিয়াছে বা উক্ত অপরাধ যাহাতে সংঘটিত না হয় তজ্জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

সপ্তম অধ্যায়

অপরাধের তদন্ত ও বিচার

তদন্ত, ইত্ত্বাদি

৩৮। (১) পুলিশ অফিসার, অতঃপর এই অধ্যায়ে তদন্তকারী অফিসার বলিয়া উল্লিখিত, এই আইনের অধীন সংঘটিত কোনো অপরাধ তদন্ত করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো মামলার প্রারম্ভে বা তদন্তের যে কোনো পর্যায়ে যদি প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত মামলার মুঠু তদন্তের জন্য একটি তদন্ত দল গঠন করা দয়োজন, তাহা হইলে ট্রাইবুনাল বা সরকার আদেশ দ্বারা, উক্ত আদেশে উল্লিখিত কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার নিয়ন্ত্রণে এবং শর্তে, তদন্তকারী সংস্থা, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং এজেন্সি এর সমন্বয়ে একটি যৌথ তদন্ত দল গঠন করিতে পারিবে।

তদন্তের সময়সীমা, ইত্ত্বাদি

৩৯। (১) তদন্তকারী অফিসার-

(ক) কোনো অপরাধ তদন্তের দায়িত্ব প্রাপ্তির আরিথ হইতে ৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে তদন্ত কার্য সম্পন্ন করিবেন;

(খ) দফা (ক) এর অধীন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তদন্ত কার্য সম্পন্ন করিতে বর্ত্তে হইলে তিনি, তাহার নিয়ন্ত্রণকারী অফিসারের অনুমোদন সাপেক্ষে, তদন্তের সময়সীমা অভিযন্ত ১৫ (পনেরো) দিন বৃদ্ধি করিতে পারিবেন;

- (গ) দফা (খ) এর অধীন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনো অদ্বৃত কার্য সম্পন্ন করিতে বর্ত্তমানে তিনি উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া বিষয়টি প্রতিবেদন আকারে ট্রাইবুনালকে অবহিত করিবেন, এবং ট্রাইবুনালের অনুমতিপ্রাপ্ত, পরবর্তী ৩০ (শিশ) দিনের মধ্যে অদ্বৃত কার্যপ্রাপ্ত সম্পন্ন করিবেন।
- (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন অদ্বৃতকারী অফিসার কোনো অদ্বৃত কার্য সম্পন্ন করিতে বর্ত্তমানে ট্রাইবুনাল অদ্বৃতের সময়সীমা, যুক্তিগত সময় পর্যন্ত, বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

**অদ্বৃতকারী
অফিসারের
ক্ষমতা**

৪০। (১) এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ অদ্বৃতের ক্ষেত্রে অদ্বৃতকারী অফিসারের নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা থাকিবে, যথা:-

- (ক) কম্পিউটার, কম্পিউটার প্রোগ্রাম, কম্পিউটার সিস্টেম, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বা কোনো ডিজিটাল ডিভাইস, ডিজিটাল সিস্টেম, ডিজিটাল নেটওয়ার্ক বা কোনো প্রোগ্রাম, অথ-উপাত্ত যাহা কোনো কম্পিউটার বা কম্প্যাক্ট ডিস্ক বা রিমুভেল ড্রাইভ বা অন্য কোনো উপায়ে সংরক্ষণ করা হইয়াছে তাহা নিজের অধিকারে নওয়া;
- (খ) কোনো বক্সি বা সংস্থার নিকট হইতে অথ প্রবাহের (traffic data) অথ-উপাত্ত সংগ্রহের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ; এবং
- (গ) এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, প্রয়োজনীয় অনৱান কার্য সম্পাদন।

(২) এই আইনের অধীন অদ্বৃত পরিচালনাকালে অদ্বৃতকারী অফিসার কোনো অপরাধের অদ্বৃতের স্বার্থে যে কোনো বিশেষজ্ঞ বক্সি বা বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানের সহায়তা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

**পরোয়ানার
মাধ্যমে তালিম ও
জন্ম**

৪১। যদি কোনো পুলিশ অফিসারের এইরূপ বিশ্বাস করিয়ার কারণ থাকে যে,-

- (ক) এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে বা সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা রয়িয়াছে;
বা
(খ) এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধ সংশ্লিষ্ট কোনো কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, অথ-উপাত্ত বা এন্দসংশ্লিষ্ট সাক্ষ প্রমাণ কোনো স্থানে বা বক্সির নিকট রাখিত রয়িয়াছে,

তাহা হইলে, তিনি, অনুকূল বিশ্বাসের কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, ট্রাইবুনাল বা, ক্ষেত্রে চীফ ক্লারিফিয়াল মার্জিপ্রেস্ট বা চীফ মেট্রোপলিটন মার্জিপ্রেস্ট এর নিকট আবেদনের মাধ্যমে তালিম পরোয়ানা সংগ্রহ করিয়া নিম্নবর্ণিত কার্য সম্পাদন করিতে পারিবেন,

- (অ) কোনো সেবা প্রদানকারীর দখলে থাকা কোনো অথ-প্রবাহের (traffic data) অথ- উপাত্ত সংগ্রহকরণ;

(আ) যোগাযোগের যে কোনো পর্যায়ে গ্রাহক তথ্য এবং তথ্যপ্রযাহের তথ্য-উপাত্তিতে যে কোনো আরবার্তা বা ইলেকট্রনিক যোগাযোগে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকরণ।

**পরোয়ানা
ব্যক্তিগতে
তত্ত্বাবিষ্কার, জন্ম ও
গ্রেফতার**

৪২। (১) যদি কোনো পুলিশ অফিসারের ইহুরপ বিপ্লব করিয়ার কারণ থাকে যে, কোনো স্থানে এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে বা হইতেছে বা হইয়ার সম্ভাবনা রয়িয়াছে বা সাক্ষ্য প্রমাণাদি থারানো, নষ্ট হওয়া, মুছিয়া ফেলা, পরিবর্তন বা অন্য কোনো উপায়ে দুষ্প্রাপ্য হইয়ার বা করিয়ার সম্ভাবনা রয়িয়াছে, তাহা হইলে তিনি, অনুরূপ বিপ্লবের কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, নিম্নবর্ণিত কার্য সম্পাদন করিতে পারিবেন,

(ক) উক্ত স্থানে প্রবেশ করিয়া তত্ত্বাবিষ্কার এবং প্রবেশে বাধাপ্রাপ্ত হইলে কোজদারি কার্যবিধি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(খ) উক্ত স্থানে তত্ত্বাবিষ্কারে প্রাপ্ত অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক, তথ্য-উপাত্ত বা অন্যান্য সরঞ্জামাদি এবং অপরাধ প্রমাণে সহায়ক কোনো দলিল জন্মকরণ;

(গ) উক্ত স্থানে উপস্থিত যে কোনো বক্সির দেহ তত্ত্বাবিষ্কার করিয়া দেহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঘ) উক্ত স্থানে উপস্থিত কোনো বক্সি এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ করিয়াছেন বা করিতেছেন বলিয়া সন্দেহ হইলে উক্ত বক্সিকে গ্রেফতার।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন তত্ত্বাবিষ্কার করিয়ার পর পুলিশ অফিসার তত্ত্বাবিষ্কার পরিচালনার রিপোর্ট ট্রাইবুনালের নিকট দাখিল করিবেন।

তথ্য সংরক্ষণ

৪৩। (১) মহাপরিচালক, স্বীয় বিবেচনায়, বা তদন্তকারী অফিসারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে, যদি এইকান্দে বিপ্লব করেন যে, কম্পিউটার বা কম্পিউটার সিস্টেমে সংরক্ষিত কোনো তথ্য-উপাত্ত এই আইনের অধীন তদন্তের স্বার্থে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন এবং এইকান্দে তথ্য-উপাত্ত নষ্ট, ধ্বংস, পরিবর্তন অথবা দুষ্প্রাপ্য করিয়া দেওয়ার সম্ভাবনা রয়িয়াছে, তাহা হইলে উক্ত কম্পিউটার বা কম্পিউটার সিস্টেমের দায়িত্বে থাকা বক্সি বা প্রতিষ্ঠানকে উক্তকান তথ্য-উপাত্ত নং ১০ (নব্যই) দিন পর্যন্ত সংরক্ষণের জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) ট্রাইবুনাল, আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে, উক্ত তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণের মেয়াদ বর্ধিত করিতে পারিবে, তবে তাহা সর্বমোট ১৮০ (একশত আশি) দিনের অধিক হইবে না।

**কম্পিউটারের
সাধারণ ব্যবহার
ব্যাহত না করা**

৪৪। (১) তদন্তকারী অফিসার এইকান্দে অদ্য পরিচালনা করিবেন যেন কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বা ইহার কোনো অংশের বৈধ ব্যবহার ব্যাহত না হয়।

(২) কোনো কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বা ইথার কোনো অংশ জন্য কর্তৃত যাইবে, যদি-

(ক) সংশ্লিষ্ট কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বা ইথার কোনো অংশে প্রবেশ করা সম্ভব না হয়;

(খ) সংশ্লিষ্ট কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বা উথার কোনো অংশে অপরাধ প্রতিরোধ করিবার জন্য বা চলমান অপরাধ রোধ করিবার জন্য জন্য না করিলে উত্থ-উপাত্ত নষ্ট, ধ্বংস, পরিবর্তন বা দুষ্পাদ্য হইবার সম্ভাবনা থাকে।

অদন্ত সহায়তা

৪৫। এই আইনের অধীন অদন্ত পরিচালনাকালে অদন্তকারী অফিসার কোনো বক্সি বা সঙ্গ বা সেবা প্রদানকারীকে উত্থ প্রদান বা অদন্ত সহায়তার জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন এবং উক্তকার্যে কোনো অনুরোধ করা হইলে সংশ্লিষ্ট বক্সি, সঙ্গ বা সেবা প্রদানকারী উত্থ প্রদানসহ প্রযোজনীয় সহায়তা প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

অদন্ত প্রাপ্ত অথের গোপনীয়তা

৪৬। (১) অদন্তের স্বার্থে কোনো বক্সি, সঙ্গ বা সেবা প্রদানকারী কোনো উত্থ প্রদান বা প্রকাশ করিলে উক্ত বক্সি, সঙ্গ বা সেবা প্রদানকারীর বিষণ্ণে দেওয়ানি বা ফৌজদারি আইনে অভিযোগ দায়ের করা যাইবে না।

(২) এই আইনের অধীন অদন্তের সহিত সংশ্লিষ্ট সকল বক্সি, সঙ্গ বা সেবা প্রদানকারীর অদন্ত সংশ্লিষ্ট উত্থাদির গোপনীয়তা রক্ষা করিবেন।

(৩) যদি কোনো বক্সি উপ-ধারা (১) ও (২) এর বিধান লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে অনুরূপ লঙ্ঘন হইবে একটি অপরাধ এবং উক্ত অপরাধের জন্য তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর কারাদণ্ডে বা অনধিক ১ (এক) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

অপরাধ বিচারার্থ প্রক্র, ইত্তানি

৪৭। (১) ফৌজদারি কার্যবিধিতে যাথা কিছুই থাকুক না কেন, পুলিশ অফিসারের লিখিত রিপোর্ট ব্যক্তিগত দ্বাইবুনাল কোনো অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ (cognizance) করিবে না।

(২) দ্বাইবুনাল এই আইনের অধীন অপরাধের বিচারকালে দায়রা আদালতে বিচারের জন্য ফৌজদারি কার্যবিধির অধিগ্রহণ ২৩ এ বর্ণিত পদ্ধতি, এই আইনের বিধানাবলিয়ে সহিত সম্পত্তিপূর্ণ হওয়া সামগ্রে, অনুসরণ করিবে।

অপরাধের বিচার ও আদিল

৪৮। (১) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাথা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধসমূহ কেবল দ্বাইবুনাল কর্তৃক বিচার্য হইবে।

সাইবার নিরাপত্তা আইন, ২০২৩
 (২) কোনো ব্যক্তি ট্রাইবুনাল কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে সংক্ষুল্প হইলে তিনি আপিল ট্রাইবুনালে আপিল দায়ের করিতে পারিবেন।

ফোজদারি কার্যবিধির প্রয়োগ

৪৯। (১) এই আইনে ভিন্নরূপ কোনো বিধান না থাকিলে, কোনো অপরাধের উদ্দ্রূত, বিচার, আপিল ও অন্যান্য বিষয়াদি নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে ফোজদারি কার্যবিধির বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

(২) ট্রাইবুনাল, আপিল ট্রাইবুনাল ৩, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, পুলিশ অফিসার উহাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনকালে, এই আইনের বিধানাবলীর সহিত সঙ্গতি রাখিয়া নিম্নবর্ণিত বিষয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩৯ নং আইন) এর অষ্টম অধ্যায়ের অংশ-২ ও অংশ-৩ এর বিধানাবলি অনুসরণ করিবে, যথা:-

(ক) ট্রাইবুনাল ৩ ও আপিল ট্রাইবুনালের বিচার পদ্ধতি;

(খ) রায় প্রদানের সময়সীমা;

(গ) দণ্ড বা বাজেয়ান্তকরণ সংশ্রান্ত বিষয়ে অন্ত কোনো শাস্তি প্রদানে বাধা না হওয়া;

(ঘ) প্রকাশ্য স্থান, ইত্যাদিতে আটক বা গ্রেফতারের ক্ষমতা;

(ঙ) তল্লাশির পদ্ধতি; এবং

(চ) আপিল ট্রাইবুনালের এখতিয়ার ও আপিল শ্রবণ ও নিষ্পত্তির পদ্ধতি।

(৩) ট্রাইবুনাল ফোজদারি কার্যবিধির অধীন আদি এখতিয়ার প্রয়োগকারী দায়বা আদালতের সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে।

বিশেষজ্ঞ মতামত প্রহণ, প্রশিক্ষণ, ইত্যাদি

৫০। (১) ট্রাইবুনাল বা আপিল ট্রাইবুনাল, বিচারকার্য পরিচালনাকালে, কম্পিউটার বিজ্ঞান, ডিজিটাল ফরেনসিক, ইলেক্ট্রনিক যোগাযোগ, ডাটা সুরক্ষাসহ অন্যান্য বিষয়ে অভিজ্ঞ কোনো ব্যক্তির মতামত প্রহণ করিতে পারিবে।

(২) সরকার বা এজেন্সি এই আইন বাস্তবায়নের সহিত সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিকে, প্রযোজনে, কম্পিউটার বিজ্ঞান, ডিজিটাল ফরেনসিক, ইলেক্ট্রনিক যোগাযোগ, ডাটা সুরক্ষাসহ অন্যান্য প্রযোজনীয় বিষয়ে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ প্রদান করিতে পারিবে।

মামলা নিষ্পত্তির অন্ত নির্ধারিত সময়সীমা

৫১। (১) ট্রাইবুনালের বিচারক এই আইনের অধীন কোনো মামলার অভিযোগ গঠনের তারিখ হইতে ১৮০ (একশত আশি) কার্য দিবসের মধ্যে মামলা নিষ্পত্তি করিবেন।

(২) ট্রাইবুনালের বিচারক উপ-ধারা (১) এর অধীন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনো মামলা নিষ্পত্তি করিতে ব্যর্থ হইলে, তিনি উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া উক্ত সময়সীমা সর্বোচ্চ ৯০ (নব্বই) কার্য দিবস বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

মাইক্রো নিরাপত্তা আইন, ২০২৭
 (৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ট্রাইবুনালের বিচারক কোনো মামলা নিষ্পত্তি করিতে বর্তে হইলে, তিনি উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া বিষয়টি প্রতিবেদন আকারে শাইকোর্ট বিভাগকে অবস্থিত করিয়া মামলার কার্যপ্রয় পরিচালনা অবস্থাতে রাখিতে পারিবেন।

**অপরাধের
আমলযোগচতু ও
জামিনযোগচতু**

৫২। এই আইনের-

(ক) ধারা ১৭, ১৯, ২৭ ও ৩২ এ উল্লিখিত অপরাধসমূহ আমলযোগ ও আ-জামিনযোগ হইবে;

(খ) ধারা ১৮ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ), ধারা ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১ ও ৪৬ এ উল্লিখিত অপরাধসমূহ আ-আমলযোগ ও জামিনযোগ হইবে; এবং

(গ) ধারা ১৮ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ক)-তে উল্লিখিত অপরাধসমূহ আ-আমলযোগ, জামিনযোগ ও আদানতের সম্ভতি সাদেক্ষে আপোষযোগ হইবে।

বাজেয়ান্তি

৫৩। (১) এই আইনের অধীন কোনো অপরাধ সংঘটিত হইলে, যে কম্পিউটার, কম্পিউটার সিপ্টেম, ফ্লপি ডিস্ক, কম্প্যাক্ট ডিস্ক, টেপ-ড্রাইভ বা অন্য কোনো আনুষঙ্গিক কম্পিউটার উপকরণ বা বস্তু সম্পর্কে বা সহযোগে উক্ত অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে সেইগুলি ট্রাইবুনালের আদেশানুসারে বাজেয়ান্তযোগ হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি ট্রাইবুনাল এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, যে যত্তির দখল বা নিঃস্তরণে উক্ত কম্পিউটার, কম্পিউটার সিপ্টেম, ফ্লপি ডিস্ক, কম্প্যাক্ট ডিস্ক বা অন্য কোনো আনুষঙ্গিক কম্পিউটার উপকরণ পাওয়া গিয়াছে তিনি উক্ত উপকরণ সংশ্লিষ্ট অপরাধ সংঘটনের জন্য দায়ী নহেন, তাহা হইলে উক্ত কম্পিউটার, কম্পিউটার সিপ্টেম, ফ্লপি ডিস্ক, কম্প্যাক্ট ডিস্ক, টেপ ড্রাইভ বা অন্য কোনো আনুষঙ্গিক কম্পিউটার উপকরণ বাজেয়ান্তযোগ হইবে না।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন বাজেয়ান্তযোগ কোনো কম্পিউটার, কম্পিউটার সিপ্টেম, ফ্লপি ডিস্ক, কম্প্যাক্ট ডিস্ক, টেপ ড্রাইভ বা অন্য কোনো আনুষঙ্গিক কম্পিউটার উপকরণের সহিত যদি কোনো বৈধ কম্পিউটার, কম্পিউটার সিপ্টেম, ফ্লপি ডিস্ক, কম্প্যাক্ট ডিস্ক, টেপ ড্রাইভ বা অন্য কোনো কম্পিউটার উপকরণ পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেইগুলি বাজেয়ান্তযোগ হইবে।

(৪) এই ধারার অন্তর্ভুক্ত বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো অপরাধ সংঘটনের জন্য যদি কোনো সরকারি বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থার কোনো কম্পিউটার বা উৎসংশ্লিষ্ট কোনো উপকরণ বা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে উক্ত বাজেয়ান্তযোগ হইবে না।

আন্তর্মান অধ্যায়

আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা

**আঞ্চলিক ও
আন্তর্জাতিক
সহযোগিতা**

৫৪। এই আইনের অধীন সংঘটিত কোনো অপরাধের তদন্ত ও বিচারের ক্ষেত্রে, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রয়োজন হইলে, অপরাধ সম্পর্কিত বিষয়ে পারস্পরিক সহায়তা আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪নং আইন) এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

নথম অধ্যায়

বিধিধ

ক্ষমতা অর্পণ

৫৫। মহাপরিচালক, প্রয়োজনে, এই আইনের অধীন আশর উপর অর্পিত যে কোনো ক্ষমতা বা দায়িত্ব, লিখিত আদেশ দ্বারা, এজেন্সির কোনো কর্মচারী এবং অন্য কোনো বক্তৃ বা পুলিশ অফিসারকে অর্পণ করিতে পারিবেন।

সামুদ্রিক মূল্য

৫৬। Evidence Act, 1872 (Act No. I of 1872) বা অন্য কোনো আইনে জিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এ আইনের অধীন প্রাপ্ত বা সংগৃহীত কোনো ফরেনসিক প্রমাণ বিচার কার্যক্রমে সাক্ষ হিসাবে গণ্য হইবে।

**অস্মুবিধা
দুরীকরণ**

৫৭। এই আইনের বিধানাবলি কার্যক্রম করিবার ক্ষেত্রে কোনো বিধানের অস্পষ্টতা পরিলক্ষিত হইলে সরকার, উক্ত অস্মুবিধা দুরীকরণার্থ, সরকারি গেজেটে প্রকাশিত আদেশ দ্বারা, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

**বিধি প্রণয়নের
ক্ষমতা**

৫৮। (১) এই আইনের উদ্দেশ্যপূর্বকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর সামগ্রিকভাবে ক্ষুণ্ণ না করিয়া, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, বিশেষ করিয়া নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোনো বিষয়ে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে, যথা:-

(ক) ডিজিটাল ফরেনসিক লগ'ব প্রতিষ্ঠা;

(খ) মহাপরিচালক কর্তৃক ডিজিটাল ফরেনসিক লগ'ব তত্ত্বাবধান;

(গ) ট্রাফিক ডাটা বা তথ্য পর্যালোচনা এবং উহা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি;

(ঘ) ইস্টেক্সেপ, পর্যালোচনা বা ডিপ্রিসন পদ্ধতি এবং সুরক্ষা;

(ঙ) সংকটাদল তথ্য পরিকাঠামোর নিরাপত্তা;

(চ) সাইবার নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার পদ্ধতি;

(ছ) ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম গঠন, পরিচালনা ও অন্যান্য টিমের দলের সহিত সমন্বয়সাধান; এবং

ବିଶ୍ୱାସକରଣ ୩
ଦେଖାଜତ

୫୯। (୧) ଡିଜିଟାଲ ନିଦାପତ୍ର ଆଇନ, ୨୦୧୮ (୨୦୧୮ ମସିର ୪୬ ନଂ ଆଇନ), ଅତ୍ୟଃପର ଉକ୍ତ ଆଇନ ବଳିଶା ଉପରେ ଏହାର ବଳିଶିତ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲା।

(2) ଉକ୍ତକ୍ରମ ରହିଥିବାରେ ଅବଦୟହିତ ପୂର୍ବେ ଉକ୍ତ ଆଇନର ଅଧୀନ ଅନିଷ୍ଟ ମାମଲା ଘଣ୍ଟିକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ବୁଝାଲେ ଏବଂ ଅନୁରୂପ ମାମଲାଯ ପ୍ରଦତ୍ତ ଆଦେଶ, ରାସ ବା ଶାସିର ବିକଳରେ ଆଦିଲ ଘଣ୍ଟିକ୍ରମ ଆଦିଲ ଦ୍ୱାରା ବୁଝାଲେ ଏହିକରାପରାବେ ପରିଚାଳିତ ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲେ ଯେନ ଉକ୍ତ ଆଇନ ରହିତ କରା ହ୍ୟ ନାହିଁ।

(৩) উক্ত আইনের অধীন অপসাধের কারণে যে সমস্ত মামলার রিপোর্ট বা অভিযোগ করা হইয়াছে বা অদ্ব্যক্তিতে চার্জশোট দাখিল করা হইয়াছে বা মামলা অদ্ব্যাধীন রহিয়াছে, সেই সমস্ত মামলাও উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত দ্বাইব্যন্নালে বিচারাধীন মামলা বলিয়া গণ্য হইবে।

(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন রাশিতকরণ সঙ্গেও, উক্ত আইনের অধীন-

(ক) গঠিত ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির সফল স্থায়ী ও অস্থায়ী সম্পত্তি, দলিল-দশায়েজ ও দায়-দেনা, যদি থাকে, জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা এজেন্সির নিকট নম্প্ত হইবে;

(খ) প্রণীত বিধিমালা, জারীকৃত আদেশ, নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন বা গাইডলাইন বা কৃত, সূচিত বা গৃহীত কোনো ব্যবস্থা এই আইনের বিধানাবলির অন্তর্ভুক্ত নয় এবং উকৌশল পূর্ণ হওয়া সাবেক্ষে, এই আইনের অধীন রাখিত না হওয়া পর্যন্ত, বলবৎ থাকিবে, এবং উকৌশল পূর্ণ হওয়া সাবেক্ষে, এই আইনের অধীন প্রণীত, জারীকৃত, কৃত, সূচিত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে;

(গ) গঠিত ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সির মহাপরিচালক এবং পরিচালকগণসহ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা এজেন্সির মহাপরিচালক, পরিচালক এবং কর্মকর্তা-কর্মচারী হিসাবে গণ্য হইবেন, এবং তাহারা যে শর্তে ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সিতে নিয়োগকৃত বা কর্মরত ছিলেন সেই একই শর্তে জাতীয় সাইবার নিরাপত্তা এজেন্সিতে নিয়োগকৃত বা কর্মরত রাখিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন;

(ঘ) গঠিত জাতীয় কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম এবং কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম
এই আইনের অধীন গঠিত জাতীয় কম্পিউটার ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম এবং কম্পিউটার ইমার্জেন্সি
রেসপন্স টিম বলিয়া গণ্য হইবে;

(୫) ଶାପିତ ଡିଜିଟାଲ ଫରେନସିକ ଲଗ୍ଯା ଏହି ଆଇନର ଅଧୀନ ଶାପିତ ଡିଜିଟାଲ ଫରେନସିକ ଲଗ୍ଯା
ବଲିଆ ଗଣ ହେବେ;

(চ) শুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো বলিয়া ঘোষিত কম্পিউটার সিস্টেম, নেটওয়ার্ক বা তথ্য পরিকাঠামো এই আইনের অধীন ঘোষিত শুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো বলিয়া গণ্য হইবে।

ইংরেজিতে
অনুদিত পাঠ
প্রকাশ

৬০। (১) এই আইন কার্যকর হইবার পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের মূল বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনুদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।

(২) ইংরেজি পাঠ এবং মূল বাংলা পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

Copyright © 2019, Legislative and Parliamentary Affairs Division

Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs